তারিখ ... 08 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৫ ...

সমকাল

নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের আর্তনাদ

ডা. এসএম রুবেল আহমেদ

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা এমপিওভুক্তির দাবিতে গত ২৬ অক্টোবর থেকে প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশন করে যাচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কেউ খোঁজ নিয়েও দেখলেন না। যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। আর একটি জাতিকে শিক্ষিত করতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন শিক্ষকরা। কিন্তু শিক্ষকদের পেটে যদি ভাতই না থাকে তাহলে তারা কীভাবে আমাদের শিক্ষিত জাতি উপহার দেবেন?

এমন অনেক শিক্ষক আছেন যারা চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছেন কিন্তু এখনও বেতন পান না। তাহলে তাদের সংসার কীভাবে চলে এবং তাদের সন্তানদের কীভাবে পড়ালেখায় খরচ চালান? তবে কি তারা শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় এসে ভুল করেছেন? আমি যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছি সেটা একটা নন-এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়। আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হই তখন দেখেছি আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেতন পান না। এখন আমি একটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মরত, অথচ আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এখনও বেতন পান না।

এটা একজন শিক্ষকের জন্য কতটা হতাশার তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ জানেন না।

যেখানে পে স্কেল পেয়ে বেতন-ভাতা দ্বিগুণ হওয়ার পরও আমরা সরকারি চাকরিজীবীরা আরও কিছু পাওয়ার আশায় আন্দোলন করে যাচ্ছি, সেখানে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য ও যৌক্তিক শ্রমের মূল্য পাচ্ছেন না। এ বিষয়টা খুবই অমানবিক।

তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আবেদন করছি, আপনি তাদের আর্তনাদ শুনুন এবং সরাসরি নিজে হস্তক্ষেপ করে যত দ্রুত সম্ভব এমপিওভুক্ত করে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করার সুযোগ দিন।

● উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
dr.rubel91@gmail.com